

## পরীক্ষকদের গাফিলতি ॥ ভোগান্তির

### শিক্ষার বহু এসএসসি পরীক্ষার্থী

রেজানুর রহমান ॥ পরীক্ষার খাতার প্রথম পৃষ্ঠায় নির্ধারিত বৃত্ত ভরাট না করায় এবং নম্বরপত্রে সঠিক যোগফল লিপিবদ্ধ না হওয়ায় সদা প্রকাশিত ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর ফলাফলে ভুল প্রমাণিত হইয়াছে। অনুসন্ধান দেখা গিয়াছে, কতিপয় পরীক্ষকের গাফিলতির কারণে এই ফলাফল বিপর্যয় ঘটিয়াছিল। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ঢাকা বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়াছে, পরীক্ষার হলে (২য় পৃষ্ঠায় ২-এর কঃ ৫)

23

## পরীক্ষকদের গাফিলতি

(প্রথম পৃষ্ঠায় পর)

দায়িত্বে অবহেলাকারী এই সকল শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট প্রধান পরীক্ষককে আগামী ৩ বৎসর আর পরীক্ষার দায়িত্বে রাখা হইবে না। ভবিষ্যতে পরীক্ষকদের গাফিলতির কারণে এইরূপ ঘটনা ঘটিলে আরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। গত মে মাসে ঢাকাসহ দেশের সকল শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর পরীক্ষায় অনুষ্ঠীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রায় ২০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ফলাফল যাচাই করিয়া দেখার জন্য স্ব-বোর্ডে আবেদন করে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে আবেদনকারী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৭ হাজার। প্রায় ৬ মাসের ব্যবধানেও শুধু ঢাকা বোর্ড ছাড়া অন্যান্য বোর্ডে আবেদনকারীদের অভিযোগ চূড়ান্তভাবে যাচাই করিয়া দেখে নাই। ঢাকা বোর্ডে আবেদনকারী ৭ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ১০৮ জনের প্রকাশিত ফলাফল ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। একটি সূত্র জানায়, আবেদনকারীদের মধ্যে অনেকেই একাধিক বিষয়ের ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করায় ১২ হাজার বিষয় যাচাই করার প্রয়োজন দেখা দেয়। উহার মধ্যে ১০৮ জনের ১০৮টি বিষয়ের নম্বর পত্রে ভুল ধরা পড়িয়াছে। সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের খাতা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, খাতার প্রথম পৃষ্ঠায় অনেকে নির্ধারিত বৃত্ত ভরাট করে নাই। আবার কোন কোন খাতায় পরীক্ষকবৃন্দ প্রশ্নের নম্বর সঠিকভাবে তোলেন নাই। ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা শেষে খাতা জমা দিলে খাতার প্রথম পৃষ্ঠা ভাল করিয়া দেখিয়া পরীক্ষক খাতায় সই করিবেন ইহাই নিয়ম। অথচ কতিপয় পরীক্ষক এই ক্ষেত্রে অসচেতনতার পরিচয় দিয়াছেন। আবার খাতা দেখার পর নির্ধারিত নম্বরপত্রে অনেকেই সঠিক নম্বর তোলেন নাই। ফলে জটিলতা দেখা দেয়। বোর্ডের একটি সূত্র জানায়, ১০৮ জন ছাত্র-ছাত্রী ছাড়া অন্যান্যের খাতায় কোন ত্রুটি ছিল না। বরং অযৌক্তিক দাবী নিয়া অনেকেই আবেদন করিয়াছে। আবেদনকারী একজন ছাত্রীর উল্লেখ করিয়া সূত্রটি জানায়, উক্ত ছাত্রী 'সংসদ ভবন' সম্পর্কে লিখিতে গিয়া উল্লেখ করিয়াছে 'জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতিগণ এবং বিচারকরা বসিয়া আড্ডা দেন ... পরীক্ষক সম্মত কারণেই এই অংশের জন্য কোন নম্বর দেন নাই। অথচ ছাত্রীটি অভিযোগ করিয়াছে 'তাহার প্রতি অন্যায় করা হইয়াছে'।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঢাকা বোর্ডের একজন কর্মকর্তা বলেন, ঢাকা বোর্ডের রাজধানীতে থাকায় সরকারের উপর মহলের চাপে খাতা পুনঃপরীক্ষার কাজটি দেহিতে হইলেও সমাপ্ত হইয়াছে। অন্য বোর্ডগুলির ব্যাপারে কোন চাপ না থাকায় খাতা পুনঃপরীক্ষার কাজ তেমন একটা উল্লেখ্য, ঢাকা বোর্ডে আবেদনকারীরা ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষার ফলাফল যাচাই করিয়া দেখার জন্য স্ব-বোর্ডে আবেদন করে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে আবেদনকারী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৭ হাজার। প্রায় ৬ মাসের ব্যবধানেও শুধু ঢাকা বোর্ড ছাড়া অন্যান্য বোর্ডে আবেদনকারীদের অভিযোগ চূড়ান্তভাবে যাচাই করিয়া দেখে নাই। ঢাকা বোর্ডে আবেদনকারী ৭ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ১০৮ জনের প্রকাশিত ফলাফল ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। একটি সূত্র জানায়, আবেদনকারীদের মধ্যে অনেকেই একাধিক বিষয়ের ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করায় ১২ হাজার বিষয় যাচাই করার প্রয়োজন দেখা দেয়। উহার মধ্যে ১০৮ জনের ১০৮টি বিষয়ের নম্বর পত্রে ভুল ধরা পড়িয়াছে। সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের খাতা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, খাতার প্রথম পৃষ্ঠায় অনেকে নির্ধারিত বৃত্ত ভরাট করে নাই। আবার কোন কোন খাতায় পরীক্ষকবৃন্দ প্রশ্নের নম্বর সঠিকভাবে তোলেন নাই। ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা শেষে খাতা জমা দিলে খাতার প্রথম পৃষ্ঠা ভাল করিয়া দেখিয়া পরীক্ষক খাতায় সই করিবেন ইহাই নিয়ম। অথচ কতিপয় পরীক্ষক এই ক্ষেত্রে অসচেতনতার পরিচয় দিয়াছেন। আবার খাতা দেখার পর নির্ধারিত নম্বরপত্রে অনেকেই সঠিক নম্বর তোলেন নাই। ফলে জটিলতা দেখা দেয়। বোর্ডের একটি সূত্র জানায়, ১০৮ জন ছাত্র-ছাত্রী ছাড়া অন্যান্যের খাতায় কোন ত্রুটি ছিল না। বরং অযৌক্তিক দাবী নিয়া অনেকেই আবেদন করিয়াছে। আবেদনকারী একজন ছাত্রীর উল্লেখ করিয়া সূত্রটি জানায়, উক্ত ছাত্রী 'সংসদ ভবন' সম্পর্কে লিখিতে গিয়া উল্লেখ করিয়াছে 'জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতিগণ এবং বিচারকরা বসিয়া আড্ডা দেন ... পরীক্ষক সম্মত কারণেই এই অংশের জন্য কোন নম্বর দেন নাই। অথচ ছাত্রীটি অভিযোগ করিয়াছে 'তাহার প্রতি অন্যায় করা হইয়াছে'।